



149276 - দুঃশ্চিন্তা ও বপিদাপদ দূর হওয়ার দোয়াসমূহ

প্রশ্ন

মুহাম্মদ আলাওয়া আল-হুসাইনি আল-মালকে রচিত ‘আবওয়াবুল ফারাজ’ নামক কতিব থেকে দোয়া করা কি আমার জন্য জায়যে হব? দুঃশ্চিন্তা ও বপিদাপদ দূরীভূত হওয়ার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কি দোয়া বর্ণণা আছে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

‘আবওয়াবুল ফারাজ’ নামক কতিবটির সম্পূর্ণ অংশ আমরা দেখতে পারিনি। এ কতিবেরে কিছু অংশ আমাদের পড়ার সুযোগ হয়েছে। সে অংশে কিছু বদীতি দরুদ রয়েছে, যমেন- সালাতুল ফাতহে, সালাতে নারযিয়া (দরুদে নারযিয়া), সালাতে মুনজযিয়া ইত্যাদি; যগুলোর ভাষা গরহতি এবং যাতনে নিন্দতি বাড়াবাড়ি রয়েছে। এ দরুদগুলোর কোন কোনটি সম্পর্কে ইতপূর্ববে আলোচনা করা হয়েছে।

বপিদাপদ ও দুঃশ্চিন্তা দূর করার দোয়ার মধ্যে রয়েছে:

১। ইমাম আহমাদ আব্দুল্লাহ বনি মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণণা করেন যে, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: যদি কটে কখনো দুঃশ্চিন্তা বা বদেনায় আক্রান্ত হয়ে এভাবে বলে: ، وَأَبْنُ عَبْدِكَ ، وَأَبْنُ أُمَّتِكَ ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ ، مَاضٍ فِي حُكْمِكَ ، عَدْلٌ فِي قَضَائِكَ ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رِيبَ قَلْبِي ، وَتُورَ صَدْرِي ، وَجِلَاءَ حُزْنِي ، وَذَهَابَ هَمِّي (অর্থ- হে আল্লাহ! আমি আপনার বান্দা, আপনার বান্দা ও বান্দীর সন্তান। আমার নসীব আপনার হাতে। আমার উপর আপনার নরিদশে কার্যকর, আমার প্রতি আপনার ফয়সালা ইনসাফরে ওপর প্রতষ্টিতি। আমি সেই সমস্ত নামেরে প্রত্যকেটির বদৌলতে আপনার নকিট কাতর প্রার্থনা জানাই— য়ে নামগুলো আপনি নজিহে নজিরে জন্য নরিধারণ করছেন অথবা নজি কতিবে নাযলি করছেন অথবা আপনার সৃষ্টি জীবেরে মধ্যে কাউকে শখিয়ে দিয়েছেন অথবা স্বীয় ইলমরে ভাণ্ডারে নজিরে জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছেন— কুরআনকে আমার হৃদয়েরে প্রশান্তি বানিয়ে দনি, আমার বক্ষরে জ্যোতি বানিয়ে দনি, আমার দুঃশ্চিন্তাগুলোর অপসারণকারী বানিয়ে দনি এবং উদ্বগে-উৎকণ্ঠার বদিরণকারী বানিয়ে দনি।) তাহলে আল্লাহ তার দুঃশ্চিন্তা দূর করে দবিনে, বদেনা অপসারণ করে দবিনে। এর বদলে প্রশান্তি আনয়ন করে দবিনে। জজিঞে করা হল: ইয়া



রাসূলুল্লাহ! আমরা কি দোয়াটি শিখি নবি না? তিনি বললেন: অবশ্যই। যবে ব্যক্তি দোয়াটি শুনছে তার উচতি এটি শিখি নয়ো।[আলবানী ‘সলিসলি সহহি’ গ্রন্থে (১৯৯) হাদসিটকি সহহি ঘোষণা করছেন]

২। ইমাম আবু দাউদ ‘সুনান’ গ্রন্থে (৫০৯০) ও ইমাম আহমাদ ‘মুসনাদ’ গ্রন্থে (২৭৮৯৮) আবু বাকরা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করনে যবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: “বপিদগ্রস্তরে দোয়া হচ্ছ- **اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو ، فَلَا تَكْلِنِي** - অর্থ- হে আল্লাহ! আমি আপনার দয়া প্রত্যাশা করছি। সুতরাং চোখেরে পাতা ফলের মত সময়রে জন্যওে আপনি আমাকে আমার নজিরে ওপর ছড়ে দবিনে না। আমার যাবতীয় বিষয় আপনি ঠকি করে দনি। আপনি ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নহে।)[সহহি আবু দাউদ গ্রন্থে আলবানী হাদসিটকি ‘হাসান’ ঘোষণা করছেন]

৩। ইমাম মুসলমি ‘সহহি’ গ্রন্থে ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করনে যবে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বপিদাপদকালে বলতনে: **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ** (অর্থ- মহান ও মহা-ধরৈয়শীল আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নহে। মহান আরশরে রব ‘আল্লাহ’ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নহে। আসমানসূমহ ও জমনিরে রব এবং মহান আরশরে রব ‘আল্লাহ’ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নহে।)

সহহি মুসলমিরে ব্যাখ্যায় ইমাম নববী বলনে: এটি একটা মহান হাদসি। এ হাদসিটকি গুরুত্ব দোয়া উচতি। বপিদাপদ ও বড় বড় সদিধান্ত গ্রহণকালে এ দোয়াটি বার বার আওড়ানো উচতি। তাবারী বলনে: সলফে সালহীনগণ এ দোয়াটি দিয়ে দোয়া করতনে। তাঁরা এটকি বপিদাপদ মুক্তরি দোয়া আখ্যায়তি করতনে। যদি কটে বলনে: এটি তো যকিরি, এর মধ্য তে কোন দোয়া (প্রারথনা) নহে। এ প্রশ্নরে প্রসদিধ দুইটি জবাব রয়ছে: এক. ব্যক্তি এ যকিরিরে মাধ্যমে দোয়ার সূচনা করবে; এরপর যবে দোয়া করতে চায় সে দোয়া করবে। দুই. সুফয়ান বনি উয়াইনা যবে উত্তরটি দিয়েছেন সটে হচ্ছ- আপনি কি আল্লাহ তাআলার সবে বাণীটি শুননেনি: ‘আমার যকিরি করা যাকে আমার কাছে চাওয়া থেকে ব্যস্ত রখেছে আমি তাকে সওয়ালকারীদরেকে যা দহি তার চয়ে উত্তম দবি।’ কবি বলনে: ‘যদি কোনদনি কটে আপনার প্রশংসা করে তাহলে তার চাওয়া-পাওয়া পশে করার জন্য আপনাকে প্রশংসা করাই যথেষ্ট’।

আল্লাহই ভাল জাননে।